দৈনিক সংবাদ

তারিখ ২৩ SEP 1986
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৬ হলে ৬ ঘন্টা তল্লাশি, মিলেছে খেলনা পিস্তল, শটগান, পাইপগান

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ।। চট্টগ্রাম, ২২শে সেপ্টেম্বর।– আজ রোববার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি আবাসিক হলে পুলিশের একটি বিরাট দল তল্লাশি চালিয়ে কোন অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ, এস, এম সোলায়মান চৌধুরীর নেতৃত্বে ৭ জন ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সুপার আবদুর রউফের সমন্বিত নেতৃত্বে হাজারখানেক পুলিশের বিরাট দল শাহজালাল হলে পাওয়া একটি খেলনা পিস্তল নিয়ে ফেরার সময় কটেজের সামনে রাস্তায় পরিত্যক্ত অবস্থায় ১টি এল,জি এবং ১টি পাইপগান পেয়ে অভিযানকে কিছুটা সার্থক করেছে। ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে সকাল সাড়ে এগারটা পর্যন্ত ছ'ঘন্টা একটানা অভিযান পরিচালিত হয়। তবে দু'টি ছাত্রীহল তল্লাশির আওতার বাইরে ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, আজ যে হলসমূহে অস্ত্রের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হবে তা পূর্বেই জানাজানি হয়ে যায়। শিবির নেতা-কর্মীরা এটা জানতো। তারা তাদের ক্যাডারদের আগেই সরিয়ে নেয় জামাতপন্থী বিভিন্ন শিক্ষক ও কর্মকর্তা–কর্মচারীর বাসায়। পুলিশ দল ভোররাত চারটার দিকে ক্যাম্পাসে গিয়ে অবস্থান নেয়। তারা সাড়ে পাঁচটায় অভিযান শুরু করার পূর্বে শিবির নেতা পুলিশ কর্মকর্তাদের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে অভিনন্দন জানান। আবার হলসমূহে তল্লাশিশেষে ফেরার সময় তারা আবার দেখা করে 'কোথাও কিছু পাওয়া যায়নি' কথাটিও লিখিয়ে নেন।

আজ বিকেলে লালদীঘি চত্বরে মহানগরী শিবির আয়োজিত এক সমাবেশে কেন্দ্রীয় শিবির সভাপতি মুহাম্মদ শাহজাহান খুবই সন্তোষের সাথে বলেছেন, "হাজারের ওপরে পুলিশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছ'টি হলে দীর্ঘ ছ'ঘন্টা তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ কোন অস্ত্র পায়নি। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির সশস্ত্র তল্লাশি ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৫

তল্লাশি ঃ ৬ ঘন্টা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দখল কায়েম করে রেখেছে বলে পত্র-পত্রিকায় যে প্রচারণা চালানো হচ্ছে তা মিথ্যা।"

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ক্যাম্পাস ত্যাগ করার পর শিবির কর্মীরা উল্লাসে ফেটে পড়ে এবং ক্যাম্পাসে এ সময় একটি সশস্ত্র মিছিলও বের হয়। একটি সূত্র জানায়, 'আজ যে অভিযান পরিচালিত' হবে তা শাহ আমানাত হল, সোহরাওয়ার্দী হল, শাহজালাল হল, শহীদ আবদুর রব হল, আলাওল হলে শিবির কর্মীরা তাদের ক্যাডারদের আগেই জানিয়ে দেয়। অভিযানের খবর আজ একটি পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়। তাছাড়া জামাত নেতারা অভিযানের খবর জানতে পেরে দু'দিন আগেই আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাদের সাথে যোগাযোগ করে একটা সমঝোতার প্রস্তাব দেন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ জানিয়ে দেন, সন্ত্রাসী যে দলেই হোক তাদের ধরতে হবে। এদের সাথে কোন সমঝোতার অবকাশ নেই। তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে তারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাডারদের সতর্ক অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ দিলে তারা হল ছেড়ে বিভিন্ন বাসায় গিয়ে অবস্থান নেয় আত্মীয়–স্বজন পরিচয়ে। আজকে হাজারখানেক পুলিশ যখন হলসমূহ ঘিরে রাখে তখনও ক্যাম্পাস থেকে পালানোর পাহাড়ি পথসমূহ সব উন্মুক্ত ছিল। ফলে আজকের অভিযানটি সুপরিকল্পিত ছিল বলে মনে করা হচ্ছে, যাতে শিবির নেতারা লালদীঘি চত্বরে যে বক্তব্য দিয়েছেন সেভাবে নিজেদেরকে 'ক্লিন' বলে দাবি করতে পারে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে।